টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট * ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
★
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩
নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

ডি, এন, কলেজ পরিদর্শনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার

ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে অনুদান মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতি

অরঙ্গাবাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু আজ এখানে ডি, এন কলেজ পরিদর্শনের পর বলেন যে, আগামী বৎসর মার্চ মাসের মধ্যেই কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য অনুদান মঞ্জুর করা হবে। তিনি জানান যে, এই কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণের একটি খসড়া পরিকল্পনা তাঁর সুপারিশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাণ্ট কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন যে নিষ্ঠা এবং সততার পথে না চললে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না।

আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক শ্রীঅমিতেশ ব্যানার্জ্জী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী এবং উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মকর্তা শ্রীঅজিত মিত্র এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি শ্রীসাতকড়ি দাস (নৈশ বিভাগ)। ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম ঘোষ (দিবা বিভাগ)। অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য্য বলেন, "আমাদের আর্থিক অভাব থাকলেও আন্তরিকতার অভাব নেই, যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের বাস্তবরূপ লাভ সম্ভব হয়েছে।" বিশিষ্ট অতিথি শ্রীঅমিতেশ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১২টা কলেজের মধ্যে নানা দুর্নীতি আশ্রয় নেওয়ার অপরাধে ৩টি কলেজের অনুদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডি, এন কলেজের জন্য তাঁরা যে সমস্ত শর্তাবলী আরোপ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই পূরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ বসু।

অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা কলেজের ঘরগুলি পরিদর্শন করেন। ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আড়াই বিঘে জমি কিছুদিন আগে খরিদ করেছেন এবং ৫০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছেন। ঐ প্রকল্পে দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা প্রয়োজন হবে। সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষার পর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার মন্তব্য করেন যে ৫০ হাজার টাকা কলেজের হাতে আছে, বাকী টাকা ১৯৭৪ সালের মার্চের মধ্যেই অনুমোদন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে এই প্রকল্প শেষ হলে কলেজের ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

নির্বাচনী প্রচার অভিযানে বিপত্তি

প্রতিবাদ মিছিল : ডেপুটেশন

অরঙ্গাবাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—গত ৬/২/৭৩ তারিখ প্রতিপক্ষ দল কর্ত্তৃক এস, এফ, আই-এর চারজন সদস্য প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার (১৩/২/৭৩) ছাবঘাটী, অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা স্কুলের এবং ডি, এন, কলেজের প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী এক প্রতিবাদ মিছিল বাহির করেন এবং থানায় ডেপুটেশন দেন। আমাদের সংবাদদাতাকে এই তথ্য দিয়েছেন এস, এফ, আই সদস্য শ্রীঅলকবন্ধু ত্রিবেদী। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ডি, এন, কলেজের ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে বিভিন্ন পদপ্রার্থী শ্রীনন্দকিশোর বাগচী, আবদুল মান্নান বিশ্বাস, নিজামুদ্দিন সেখ এবং আইনুদ্দিন সেখ গত ৬/২/৭৩ তারিখ নির্বাচন প্রচার অভিযানে মেসে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর দলের কিছু সদস্য মেসের দরজা বন্ধ করেন এবং তাঁদের প্রহার করেন। ত্রিবেদী বলেন যে, এই গণ্ডগোলের সময় শ্রীবাগচীর একটি আংটি খোয়া যায়। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সুতী থানায় ডায়েরী করা হয়েছে।

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ৩ জনের মৃত্যু

ফরাক্কা, ২০শে ফেব্রুয়ারী—আজ ভোরে নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে ঘুমন্ত মহাবুল সেখ, জাহরুণ বিবি ও তাদের পুত্র সাওকাৎ সেখ 'আনন্দময়ী সন্ধ্যা' নামক বাসে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। আরও দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। প্রকাশ, বাস-চালকের অনুপস্থিতিতে ক্লীনার বাসটিকে ষ্ট্যাণ্ডের বাইরে নিয়ে যাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর্ত্তমানে বাস-চালক ও ক্লীনার উভয়েই বহরমপুর জেল হাজতে।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ ডেমোক্র্যাসীর রুগ্ণতা ॥

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আসিতেছে। ১৯৭৪ সাল হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক, ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শ্রেণী জুনিয়র মাধ্যমিক এবং ৯ম হইতে ১০ম শ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে স্থির হইয়াছে। হায়ার সেকেণ্ডারীর স্থলে স্কুল ফাইনাল শিক্ষা চালু হইবে। এই মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্রমের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয় নাই।

রাজ্যের শিক্ষাক্রম স্থির যাঁহারা করেন, তাঁহারা কী ভাবিতেছেন জানি না; তবে সংস্কৃত বর্জন করার অসংস্কৃত মন যে আছে তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কৃত না থাকিলে জুনিয়র মাধ্যমিকের সংস্কৃত বিদ্যা (যদি থাকে) লইয়া ইনটারমিডিয়েট কোর্সে সংস্কৃতের উচ্চ শিক্ষা চলিবে কি? যদি ইহাকে আদৌ রাখা না হয়, তবে শুধু বঙ্গীয় নয়, সমগ্র ভারতীয় ধ্যান-ধারণা, দার্শনিক চিন্তা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির মৃত্যুঘণ্টা বাজিবে। আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও অধিকাংশ প্রধান ভারতীয় ভাষার গতি-প্রকৃতির অনুশীলন তাহাদের আদি জননী সংস্কৃতের চর্চা ব্যতিরেকে সার্থক হইবে কিনা ভাবা দরকার।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সুস্থিরীকৃত জাতীয় শিক্ষানীতি স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসরেও রূপ পায় নাই। শিক্ষার উন্নতি চাই অথচ কাজ তেমন হয় নাই—ইহা রাষ্ট্রকর্ণধারগণ মাঝে মাঝে স্বীকার করেন। শিক্ষার সংস্কারের জিগির তুলিয়া জনমানসে 'পোলিটিক্যাল ষ্টান্ট'-এর প্রতিফলন ঘটানর উদ্দেশ্য নিছক ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। বিদেশী শাসক প্রবর্তিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষানীতির অনুসরণ করিতেছেন রং চড়াইয়া আমাদের স্বদেশী শাসককুল। শিক্ষা রাজ্যসরকারের ব্যাপার বলিয়া এতবড় গুরুত্ব-পূর্ণ দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। মনীষা উন্মেষের পথ রোধকারী বর্তমান রাজ্য শিক্ষাধারায় নানা ভাঙ্গা-গড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পালিশ চলিলেও নাম ও সময়ের হেরফেরে লাভের অঙ্ক ফাঁকা।

দেশ-কালকে উপেক্ষা করিয়া, প্রগতিবাদকে অস্বীকার করিয়া, জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া কেবল ব্যুরোক্র্যাসীর চাপে পঙ্গু শিক্ষাব্যবস্থা মানিয়া লইলে ডেমোক্র্যাসীর রুগ্ণতা ক্রমশঃ দেখা দিবে—ইহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

॥ হঠাও বার্ষিক পরীক্ষা ॥

ইংরাজী 'প্রো' (Pro) উপসর্গের অর্থ স্বপক্ষে বা অনুকূলে; 'মোশন্' (motion) অর্থে গতি। উভয়ের মিলনে হয় 'পদোন্নতি'। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণী হইতে পরের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াকে প্রোমোশন্ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহার নিরীখ বার্ষিক পরীক্ষা।

খবরে জানা যায়, সারা বৎসরের শিক্ষায় জ্ঞান-অর্জনের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত এই বার্ষিক পরীক্ষাকে তুলিয়া দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা চালু হইলে পরীক্ষার জন্যই পড়া (শিক্ষার জন্য নয়), পাশ করা, প্রোমোশনের জন্য অবস্থা-বিশেষে ধর্ণা দেওয়া প্রভৃতি ঝকমারির হাত হইতে রেহাই পাইবে ছাত্র-ছাত্রীরা। আপ্‌সে উপরের শ্রেণীতে উঠিবে। সুতরাং তাহাদের ভাগ্যে সুখসূর্যোদয় ঘটিবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন প্রধান শিক্ষক মহাশয়। অস্বস্তি তাঁহাদের (সংখ্যাল্প হইলেও) যাঁহারা টুইশনি করেন। পরীক্ষা নাই; ছাত্র-হাজিরার চাহিদা নাই; শিক্ষক মহাশয়দের পড়ানর তাগিদ নাই। অতএব ফাঁকা মাঠে গোল! শিক্ষক হাজিরা খাতায় সহি করিয়া দশটা-চারিটার কারাবাসে পারিশ্রমিক মাসে মাসে! 'প্রো' বাদে 'মোশন'—'এমন দিন আসতে পারে ...'।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

গমন-আগমন

লর্ড হার্ডিঞ্জ আগামী ২রা এপ্রিল বোম্বাই নগর হইতে জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিবেন। আগামী ৩১শে মার্চ্চ নাগাদ নূতন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড বোম্বাই পৌঁছিতে পারেন।

১১।১১।২২ ইং ২৩।২।১৯১৬

তদন্ত কমিটি

(আমাদের চিরপ্রিয় **নেতাজী** তখন **সুভাষ**)

প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন ছাত্র কর্তৃক তত্রত্য অধ্যাপক মিঃ ওয়েটেনের প্রহৃত হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। মান্যবর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মান্যবর মিঃ ডবলিউ, ডবলিউ, হর্নেল, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ রেভাঃ জে, মিচেল এবং সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮।১১।১৩২২ ইং ১।৩।১৯১৬

অদ্ভুত জনরব

(আজকের **ঋষির** তৎকালীন ভাগ্য)

কলিকাতায় জনরবে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বার্লিনে থাকিয়া বৃটিশকে কিরূপে হয়রাণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কাইজারকে পরামর্শ দিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিদ্রোহী দলের সাহায্য লইতে নাকি তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দ বাবু পণ্ডীচেরীতেই আছেন। জঙ্গিপুর সংবাদ

১১।১২।১৩২২ ইং ২৯।৩।১৯১৬

আধুনিক
ডিজাইনের
বিয়ের কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(৫)

সুরু হল ২য় পর্ব। ১৯২৪ সালে শ্রীশচন্দ্র সরকার মহাশয় স্থানীয় হাসপাতালে ডাক্তার ছিলেন। তিনি নাট্যামোদী ছিলেন। স্থানীয় আদালতের উকিল স্বর্গীয় ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনয়ে বেশ সুখ্যাতি ছিল। তিনি নাট্য-শিক্ষকও ছিলেন। শ্রীশবাবু ও ফণীবাবু এখানে ২টী নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বেলুড়িয়া গ্রামের শিল্পীরা "বঙ্গেবর্গী" ও রঘুনাথগঞ্জের শিল্পীরা "সাজাহান" নাটক মঞ্চস্থ করেন। ফণীবাবু "ঔরংজেব" ও জগদীন্দ্রবাবু "মাধুরী" ভূমিকায় বেশ সুনাম অর্জন করেন। আমি তখন বহরমপুর কলেজের ছাত্র সুতরাং এ নাটক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

১৯২৬ সালে দেশবন্ধু পাঠাগার স্থাপিত হল। আমি, প্রভাস সেন (টানু) ও বিষ্ণুদা প্রধান উদ্যোগী। স্বর্গীয় অমিয়মোহন রায় এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা। বিষ্ণুদাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি সুলেখক ছিলেন এবং জঙ্গিপুর আদালতে ওকালতি করতেন। তিনি স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহযোগিতায় পাঠাগারের উন্নতিকল্পে ব্যবসার ক্ষতি করে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। পরবর্ত্তী-কালে তিনি সরস্বতী উপাধি লাভ করেন ও প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব কবি বলে পরিচিত হন।

(৬)

বিষ্ণুদা পাঠাগারের বাৎসরিক সম্মিলনে প্রতি বৎসর কলিকাতার কোন না কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিককে নিয়ে আসতেন। সেই সব উৎসবে প্রতি বৎসর আমি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতাম। যাই হোক বি-এ পাশ করার পর আমি ও প্রভাস পাঠাগারের দায়িত্ব বিষ্ণুদা ও শরৎ বোস মহাশয়ের উপর অর্পণ করে আইন পড়তে কলিকাতা চলে যাই।

১৯২৮ সালে ষ্টার থিয়েটারে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "লাখ টাকা" নাটক দেখি। পূজোর ছুটীতে এসে এই বই করার মনস্থ করলাম কিন্তু মনে বড় ভয়। আমার পিতৃদেব বড় কড়া ধাতের লোক ছিলেন। আমার নাটক-করাকে পছন্দ ত করবেনই না উপরন্তু মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে মন মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে গেল। নাটকের নেশা বড় কঠিন নেশা; একবার যাকে পেয়ে বসে সে নেশার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তাই রাত্রে মহলা না দিয়ে বৈকালে মহলার বন্দোবস্ত করলাম। উপর্যুপরি ২ রাত্রি অভিনয় করলাম, কিন্তু মনে বড় ভয় থাকল বাবা কি বলবেন ? অভিনয় দেখে সকলে প্রশংসা করায় আমাদের খুব আনন্দ হল। শরৎ পণ্ডিত মশায়ের মুখে শুনলাম বাবা এই নাটক দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যাক্ বাবার ভয় কেটে গেল। নাটকের চরিত্রালিপি এই প্রকার ছিল :— "ফক্কারাম" আমি, 'লক্কারাম" প্রভাস, "রক্তবীজ" গোবিন্দ গুপ্ত, "চাকর' গোপাল বসু, "কাবুলিওয়ালা" সাকেত ব্রহ্ম। এর পর "চিকিৎসা সংকট" নাটকটি মঞ্চস্থ করলাম। এটি একটি সুন্দর প্রহসন। যতদূর মনে পড়ে কলিকাতার উৎকেন্দ্র সমিতির সভ্যগণ এই নাটকটির অভিনয় করেন। শিল্পীরা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী। তাঁদের এই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার কিছুদিন পরে Calcutta University Institute'এ প্রঃ চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এই নাটকটি একাই অভিনয় করেন। আমি সে অভিনয়ও দেখেছিলাম। যাই হোক আমাদের এই অভিনয় চমৎকার হয়েছিল। আমরা বিছানার চাদর ও কাপড় টাঙ্গিয়ে অভিনয় করি। "জঙ্গিপুর সংবাদ" মন্তব্য করল "খেলতে জানলে কানা কড়ি নিয়ে খেলা চলে।"

(৭)

১৯২৮ সালে পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসবে বিষ্ণুদা অমৃত বোস মহাশয়কে সভাপতি করে নিয়ে এলেন। আমি তাঁর সামনে রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" অভিনয় করি। তিনি অভিনয় দেখে বলেছিলেন "একেবারে শিশিরের ধাঁচে অভিনয় করলে তোমরা। পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসবে আমরা "ভূতের বেগার" "মুকুরে মুস্কিল" প্রভৃতি অভিনয় করি। "শেষ-রক্ষার" পর আর কোন বড় নাটক করিনি।

তারপর ১৯২৯ সালে আমি আইন পাশ করি। আইন পড়ার সময় মনমোহন রোডে নিশিকান্ত বসুর "পথের শেষে" নাটক দেখে আমার এত ভাল লাগল যে এই বই করা স্থির করলাম। ভূমিকালিপি এই প্রকার :— দুর্গাশংকর আমি, নলিনী প্রভাস, যোগেশ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামা চাকর অবনী রায়, গোবিন্দ শ্যামাপদ সরকার, অনাদি অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখদা মদন দাস, পারুল পঙ্কজ সরকার, ললিতা জগবন্ধু মল্লিক, নিধু খুড়ো তারিণী-বাবু, নিবারণ কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জগাপাগলা গিরিজা চট্টোপাধ্যায়, ভিখারিণী অম্বুজ মোক্তার। সেই সময় আমাদের নতুন সিন কেনা হয়েছিল। প্রত্যেকে সুন্দর অভিনয় করে, বিশেষতঃ অবনী রায়, অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস সেন ও অমলের অভিনয়ের তুলনা হয় না। নাটক খুব জমে গেল। আমার অভিনয় দেখে স্বর্গীয় উকিল আশুতোষ সরকার মহাশয় বলেছিলেন "২৫।২৬ বৎসরের যুবকের কাছে এমন নিখুঁত বৃদ্ধের অভিনয় আশা করিনি। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের মত পশুপতির চলনে স্ববিরত্ব কণ্ঠস্বরে বার্ধক্যের আভাস সর্বোপরি অভিনয়ে মাত্রা জ্ঞান সত্যিই প্রশংসনীয়। শরৎ বসু মহাশয়ের পুত্র গোপাল বসু পাঠাগারের সক্রিয় সভ্য ছিল। গোপাল কাল যক্ষ্মা রোগে মারা যায়; তার স্মৃতির উদ্দেশে গোপাল নাট্য মন্দির স্থাপিত হল। অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ টাকা আমরা গোপাল নাট্য মন্দিরের মাধ্যমে পাঠাগারের উন্নতিকল্পে দান করতাম।

(৮)

কলিকাতায় থাকাকালীন 'Public Stage'এ নানা ধরণের অভিনয় দেখে আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে অভিনেতার সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক হয় ভূমিকার কল্পিত মানুষটিকে ভালবাসা, তার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি, তার দোষ-ত্রুটি, তার ভাষায় কথা কওয়া, তার মত করে হাঁটা, যে কাপড় পড়লে তাকে ভাল দেখায় সেই কাপড় পড়া। কারণ এটা খুব সত্যি কথা যে সংসারে পরকে ভালবাসা খুব কঠিন কিন্তু অভিনেতার শুধু পরকে ভালবাসা নয়

নিজেকেও পর হয়ে যেতে হয়। জীবন যেমন দেহান্তর প্রাপ্তির পর অন্য দেহের স্বভাব প্রাপ্ত হয় তেমনি বিচক্ষণ অভিনেতা চরিত্রের স্বভাব প্রাপ্ত হবেন এবং "আমি সেই" এই কথা মনে করে পাত্রোচিত চাল-চলন কথাবার্ত্তা ভাব-ভঙ্গীর আশ্রয় করবেন। দুর্গাশংকরের ভূমিকাটি আমি ঐভাবে তৈরী করি। গোপাল নাট্য মন্দিরের প্রথম নাটক যতদূর মনে হয় "পথের শেষে।" এই নাটকটি আমরা ১০।১২ রাত্রি অভিনয় করি। এ ছাড়া পরবর্ত্তীকালে জঙ্গিপুরের শিল্পীরা ও Electric Office'র কর্মীরা এই নাটক অভিনয় করেন। পরিচালনার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। জঙ্গিপুর মঞ্চে "দুর্গাশংকর" আমি করেছিলাম এবং Electric Office'এ করেছিলেন ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ পরিক্রমা

ব্যাঙ রহস্য

আমাদের পত্রিকায় এর আগে মির্জাপুরে ব্যাঙের আড়ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের সাগরদীঘিস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, নদীয়া জেলার কিছু ব্যাঙ ব্যবসায়ীর একজন তাঁকে বলেছেন যে, ব্যাঙ কিনে জিয়াগঞ্জে পাঠান হচ্ছে। সেখানে পেটের কিছু অংশ কেটে বরফ চাপা ব্যাঙ যাচ্ছে কলকাতা হয়ে ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে। কলকাতাতেও অনেকে ব্যাঙভুক হয়েছেন বলে সেখানেও চাহিদা আছে। ভেক মাংস কুক্কুট মাংস অপেক্ষাও নাকি সুস্বাদু। জাপানী প্রথায় ব্যাঙ চাষ করলে (কলকাতায় চেষ্টা চলছে) প্রতিটি ৩/৪ কিলো ওজনের হবে। তিনি আরও বলেন যে, চলতি আর্থিক বৎসরে ব্যাঙ ভারতকে নাকি এনে দিয়েছে ৯ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা।

ভলিবল খেলার ভলি

মির্জাপুর, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—প্রতিযোগিতার আয়োজনে ছিলেন ফুলসহরী মিলনী সংঘ। ২৯-১-৭৩ তারিখ শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার বনাম জঙ্গিপুর কলেজের খেলা। ফুলসহরী মাঠে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও জঙ্গিপুর কলেজ দল কিংবা খেলার কর্ত্তৃপক্ষ আসেননি। বিকাল ৩-৪০ মিঃ নিমগ্রাম বেলুরি দল এলেন। মৌখিক জানান হলো পরে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার দল খেলবেন সেমি ফাইনালে বাগপাড়ার সঙ্গে। বাগপাড়া ১২-২-৭৩ এক তরফা খেলবার চিঠি পান। ফুলসহরী মাঠে গিয়ে বাগপাড়া দল দেখেন সেকেন্দরার দল সেখানে। যবনিকা পতন জানা যায়নি।

গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় ডাকাত দল ধরা পড়েছে

ফরাক্কা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি বনিডাঙ্গা ষ্টেশনে ইসলামপুর গ্রামের অধিবাসিরা সাহসিকতার সঙ্গে ১১ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছেন।

প্রকাশ, ঐ গ্রামে ঐ দিন ডাকাতির সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে গ্রামবাসিরা আগে থাকতেই ষ্টেশনে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলন। হাওড়া-স'হেবগঞ্জ ট্রেণে ডাকাতদল ষ্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসিরা তাদেরকে আটক করেন। তাদের কাছ থেকে বোমা তৈরীর প্রচুর মশলা উদ্ধার করা হয়। ধৃত ডাকাতদলের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে বিহার পুলিশ এবং গ্রামবাসিরা ষ্টেশনের কাছেই একটি আমবাগানে হানা দেন। সেখানে প্রায় ৫০ জন ডাকাত ছিল এবং তারা পুলিশের গন্ধ পেয়ে আত্মগোপন করে। ঐ বাগানে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ ডাকাতদলের ফেলে যাওয়া একটি ব্যাগ থেকে অনেক বোমা এবং বোমা তৈরীর মশলাপাতি উদ্ধার করে। ধৃত ডাকাতদলের সর্দ্দার ইসমাইল স্বীকার করেছে যে পলাতক ডাকাতদলের কাছে বন্দুক এবং পিস্তল আছে। বর্ত্তমানে ধৃত ১১ জন ডাকাতকেই বিহারের জেল-হাজতে রাখা হয়েছে।

সাগরদীঘি, ১০ই ফেব্রুয়ারী—কয়েকদিন আগে এস, এম, জি, আর রোডের চন্দনবাটীর মোড়ে হোমগার্ডবাহিনী আবু সেথ এবং মাইনুল সেথ নামে দুইজন কুখ্যাত ডাকাতকে আটক করেন। হোমগার্ড কম্যাণ্ড্যাণ্ট শ্রীঅমরেন্দ্র ব্যানার্জী জানালেন যে তিনি যখন হোমগার্ডদেরকে নিয়ে ডিউটি দিচ্ছিলেন, সেই সময় আবু এবং মাইনুল অন্য কোন জায়গা থেকে চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিল। তাদের কাছ থেকে একটি সিঁদকাঠি পাওয়া গিয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে একাধিক চুরি, ডাকাতি এবং গরু-চুরির অভিযোগ আছে। পুলিশ অনেকদিন থেকেই ওদের খুঁজছিল।

সরস্বতী পূজায় বিশেষ আকর্ষণ

ধুলিয়ান, ৮ ২-৭৩—এবারে স্থানীয় গান্ধী আশ্রমে কাঠের গুড়ার তৈরী সরস্বতী প্রতিমা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ধুলিয়ান গান্ধী বিদ্যালয় ও 'আপনজন' গোষ্ঠীর মিলিত উদ্যোগে এই পূজার আয়োজন করা হয়। প্রতিমার শিল্পী হচ্ছেন 'আপনজন' গোষ্ঠীরই দু'জন অল্পবয়স্ক যুবক আশুতোষ সাহা ও প্রভাতকুমার কুণ্ডু যাঁরা অপেশাদার।

*　　*　　*

স্থানীয় কাঞ্চনতলা হাই স্কুল কর্ত্তৃক আয়োজিত সরস্বতী পূজোর সঙ্গে এক বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ মৃৎশিল্প, ছবি এবং পদার্থ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতির উপরে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই অঞ্চলে প্রদর্শনীটি বেশ সাড়া জাগায়।

খেলোয়াড় রেজিষ্ট্রেশনের জুলুমে

মির্জাপুর, ১৯শে ফেব্রুয়ারী—গত ১৮-২-৭৩ তারিখ মির্জাপুরে রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে হিটের জন্যে বিভিন্ন ক্লাব যখন উপস্থিত, তখন মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব তাঁদের খেলোয়াড়দের রেজিষ্ট্রেশন না দিলে হিট হতে দেবেন না এই দাবীতে অবিচল থাকার ফলে (১) হিট গ্রহণ বাতিল হল, (২) ১নং উন্নয়ন সংস্থার সম্পাদক বি, ডি, ও-র (সংস্থার সভাপতি) কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন, (৩) বিভিন্ন ক্লাবের বহু প্রতিযোগী মাঠে উপস্থিত হয়ে হয়রান হলেন এবং (৪) খেলাও অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রইল।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রামকে বাঁচাবে কে ?

মহাশয়, সাগরদীঘি থানায় এবারে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য শীতলপাড়া গ্রামের সমস্ত জমি পতিত আছে। এই গ্রামের তিনজন লোক অনাহারে মারা গিয়েছে, আরও অনেকে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে মরণের পথযাত্রী। অনেকে অন্যত্র পালিয়েছে বা চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। খড়ের অভাবে ঘরের চাল ছাওয়া হয়নি। কোনও পুকুরে জল নাই। পানীয় জলের দু'টি টিউবওয়েল কিছুদিন হতে অকেজো। ফলে 'হা জল হা জল' করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী, জেলা-শাসক, বি, ডি, ও মহাশয়দের কাছে বার বার করুণ প্রার্থনা জানান হয়েছে। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। স্বাধীন উন্নতিকামী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান ভারতবর্ষের একটি গ্রাম আজ ধ্বংস হতে চলেছে।

মহাম্মদ খোদা নওয়াজ
সভ্য ৯নং মোড়গ্রাম অঞ্চল

ড্রেণের দাবীতে

কিছুদিন আগে অপনার পত্রিকায় ফাঁসিতলা পৌরসভা বাজারের সন্নিকটে রাস্তার উপর ময়লা দুর্গন্ধ জলপ্রবাহ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু আজও তার কোন ব্যবস্থা হল না। আমি ঐ দুর্গন্ধ-জলপ্রবাহের প্রধান শিকার। কেন না ঐ পূতিগন্ধময় জলপ্রবাহ আমার বাড়ীর দরজার উপর দিয়েই যায়। ঐ সম্বন্ধে আমি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বার বার কথা বলেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। স্থানীয় পৌর কমিশনার শ্রীপরমেশ পাণ্ডের সঙ্গে কথা বললে তিনি ঐ জায়গায় একটি নর্দ্দমা করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন ও নিজ চেষ্টায় মাপজোক করান। তিনি কথা দেন যে আগামী পৌর-অধিবেশনে ডেভালপমেণ্ট গ্রাণ্ট হতে ড্রেন তৈরীর খরচের জন্য তিনি নিজে দাবী জানাবেন। কিন্তু কতদূর কি হবে তা ভবিতব্যই জানে। তবু এটুকু দাবী আপনার পত্রিকামারফৎ আমি পৌরসভাকে জানাতে চাই যে যেন তাঁরা এই রাস্তায় যাতায়াতকারী জনসাধারণের দুর্ভোগ দূর করেন। ইতি

শ্রীসনৎকুমার ব্যানার্জী
১৮-২-৭৩ রঘুনাথগঞ্জ, ফাঁসিতলা

চিঠি-পত্র (মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদে ১৪-২-৭৩ তারিখে প্রকাশিত "রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রসঙ্গে" সংবাদের প্রসঙ্গে জানাই যে আমরা গত বার্ষিক পরীক্ষা কোর্স শেষ করিবার জন্য নভেম্বর হইতে ডিসেম্বরে পিছাইয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু যখন বিগত নভেম্বর মাসে কোর্স শেষ করিবার কথা তখন একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রেরা নিয়মিত স্কুলে আসে নাই এবং তাহাদের উপস্থিতির গড় সেই মাসে ৩।৪ জন মাত্র ছিল। আপনার পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বে যখন কোর্স শেষ করিবার পুনরায় প্রচেষ্টা হইল তখন প্রথম দিন ছয়জন এবং দ্বিতীয় দিন চারজন মাত্র ছাত্র ক্লাসে আসিয়াছিল এবং তৃতীয় দিন হইতে কোন ছাত্র উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং সংবাদটি যথার্থ নহে। আমাদের কোর্স কখনও অপরিসমাপ্ত থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের স্কুল সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কখনও ছুটি দেওয়া হয় না এবং দেওয়াও সম্ভব নহে কারণ ছুটির মাত্রা শিক্ষাঅধিকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট।

২০-২-৭৩ শ্রীজগদ্বন্ধু বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

রহস্যজনক খুন

ধুলিয়ান, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক নির্জন মাঠে আবদুল হাকিম নামে এক ১৯/২০ বছরের যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার পেটের গভীর ক্ষত হতে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে ছিল। আবদুল হাকিম তারাপুর কোম্পানীর একজন কর্মী, বাড়ী বেনিয়াগ্রাম। এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ফ্লাইহুইল চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে ফেব্রুয়ারী—বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে তারাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানীর একটি ফ্লাইহুইল চুরি হয়েছে যার আনুমানিক মূল্য ১৮/২০ হাজার টাকা। আরও জানা গিয়েছে যে ঐ ফ্লাইহুইলের ওজন এত বেশী যে ৮/৯ জনের পক্ষেও ওটা নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

পুলিশ প্রহরায় সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জন

সাগরদীঘি, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—গত শনিবার রাত্রে এখানে সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন প্রহৃত হন। কেউ গ্রেপ্তার হননি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন ৩।৪টি প্রতিমা এক সঙ্গে বের করা হয়। শিবতলায় গিয়ে আগে যাওয়া নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা তারপর মারামারি শুরু হয়ে যায়। উত্তেজনা ক্রমশই বাড়তে থাকে এবং একসময় এই উত্তেজনা "বাঙ্গালী-বিহারী"তে পরিণত হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে আর বেশীদূর এগোয়নি এবং এর পর পুলিশ প্রহরায় যাবতীয় সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয় যা সাগরদীঘির ইতিহাসে এই প্রথম।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

অরঙ্গাবাদ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের ছাত্র সংসদের (দিবা বিভাগ) নির্বাচন সম্পন্ন হলো। ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন শ্রীরাধেশ্যাম ঘোষ (প্রথম বর্ষ বি, এ), সহ-সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন শেখ শাহজাদা (তৃতীয় বর্ষ বি, এ)। উপরোক্ত দুই পদে এবং শ্রেণী প্রতিনিধির অধিকাংশ পদেই ছাত্র-পরিষদ মনোনীত প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার অভিযোগ

জঙ্গিপুর, ২০শে ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র-সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নিকট দেয় প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন ও 'ছাত্র-পরিষদ' দলের প্রতি নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উত্থাপন করেছেন 'ভারতের ছাত্র-ফেডারেশন' ও নির্দ্দলীয় সাধারণ ছাত্রগণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ঐ নির্বাচনে ৫৯টি আসনের প্রত্যেকটিতেই 'ছাত্র-পরিষদ' দলের ছাত্ররা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় মুখপাত্র প্রভাত ব্যানার্জীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানা গেল অধ্যক্ষের উক্ত স্বৈরাচারমূলক কাজের প্রতিবাদে তাঁরা প্রতিটি জনগণকে কলেজের স্বার্থে আন্দোলনমুখী হবার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলেজ গভর্ণিং বডির সভায় মহকুমা-শাসক (কলেজ প্রেসিডেন্ট) ২৬শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র-সংসদের নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন।

সেতুর দাবীতে

ফরাক্কা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি ফরাক্কা থানার বল্লালপুরে ফিডার ক্যানেলের অসমাপ্ত অংশ কাটতে গেলে ১০।১২টি গ্রামের অধিবাসীরা বাধা দেন। চণ্ডীপুর থেকে পুঁটিমারী পর্যন্ত ফিডার ক্যানেলের উপর পারাপারের সুবিধার জন্য একটি সেতু তৈরীর দাবীতে তাঁদের এই বাধাদান। তাঁদের দাবী পূরণ না করা হলে শঙ্করপুরের সামনে ফিডার ক্যানেলের বাঁধটিও কাটতে দেওয়া হবে না বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। তাছাড়া সেতুর দাবীতে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় গ্রামবাসীরা এই পথ বেছে নিয়েছেন।

মহকুমা বেকার বিরোধী কন্‌ভেনশন

জঙ্গিপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—'গণতান্ত্রিক যুব-ফেডারেশনের' ডাকে আজ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা বেকার বিরোধী কন্‌ভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার সমস্ত থানা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। কয়েকটি বড় মিছিলও শ্লোগানে মুখর হয়ে এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড হাসনাত খান। প্রস্তাবকে সমর্থন করে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি ও শাসক পার্টির আধা ফ্যাসিষ্ট সুলভ সন্ত্রাসকে তীব্র সমালোচনা করে আগামী দিনে বেকার যুবক-যুবতীদের আন্দোলন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন কৃষক সমিতির জেলা সভাপতি কমরেড হরনাথ চন্দ্র ও ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সম্পাদক কমরেড খায়রুল খন্দেকার।

জলে ডুবে বালিকার মৃত্যু

ধুলিয়ান, ১৯-২-৭৩—গত ১৬-২-৭৩ বেলা এগারটা নাগাদ গঙ্গা নদীতে স্নান করতে গিয়ে জামিনা খাতুন নাম্নী ১০।১১ বছরের এক বালিকা জলে ডুবে মারা যায়। জলে ডোবার দু'ঘণ্টা পরে জাল ফেলে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকাশে স্মারক-লিপি

বাহাগলপুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই গ্রামের কয়েকজনের এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজার সাথে সাক্ষাৎ করে দশ দফা দাবী সম্মিলিত এক স্মারক-লিপি পেশ করেন। গ্রামে হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কৃষি-উন্নয়ন, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতির দাবী দাওয়া ছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাতৃসেবাসদনের দাবীটির সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন এবং বিষয়টি মঞ্জুর করে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ হতে মহঃ নাসিরুদ্দিন আহমেদ, ডাঃ মৃণাল দাশগুপ্ত ও মহঃ গোলাম মুস্তফা রাজভবনে কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার-এর নিকট গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে অনুরূপ স্মারক-লিপি পেশ করেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।